আল-কোরআনুল কারীম : মর্যাদা , শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা : পর্ব -৩

[বাংলা]

القرآن الكريم، منزلته وضرورة العناية به علما وعملا (3)

[اللغة البنغالية]

অনুবাদ : ইকবাল হুসাইন মাসুম

ترجمة : إقبال حسين معصوم

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

مراجعة : عبد الله شهيد عبدالرحمن

Bmjvg cÖPvi ey¨‡iv, ivelqv, wiqv`
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض
1428 – 2007
islamhouse.com

আল-কোরআনুল কারীম :

মর্যাদা , শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা : পর্ব -৩

তিলাওয়াতের আদব ও আহকাম :

১. ইখলাস-সুতরাং লোকের প্রশংসা ও বাহবা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা যাবে না। এবং একে জীবিকা নির্বাহের উপলক্ষণও বানানো যাবে না। বরং তিলাওয়াত কালে এ অনুভূতি ও আগ্রহ নিয়ে তিলাওয়াত করতে হবে যে , মহান আল্লাহ তাআলা তার মহান কালামের মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করছেন। একাগ্রতা ও চিন্তা গবেষণা বাদ দিয়ে শুধু সময় কাটানো এবং সুন্দর কণ্ঠের ক্বারীদের মিষ্টি আওয়াজ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা ও শোনা -কোনটিই জায়েজ নেই।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله عز وجل، من قبل أن يأتي قوم يتعجلون ولايتأجلون. رواه الإمام أحمد.

তোমরা কোরআন পড় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর ; কারণ ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআনের দ্বারা দুনিয়ার সুখ অন্বেষণ করবে। পরকালের সুখ কামনা করবে না। মুসনাদে ইমাম আহমদ।

২. মিসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -মিসওয়াকের মাধ্যমে তোমার স্বীয় মুখ সুগন্ধি যুক্ত কর ; কেননা এটি কোরআনের রাস্তা।

৩. পবিত্রতা অর্জন করা : এটি আল্লাহ তাআলার কালামের মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন। অপবিত্রাবস্থায় গোসল না করে কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। পানি না থাকলে বা অসুস্থতা ও এ জাতীয় কোন কারণে ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে। অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর জিকির এবং কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বাক্যাবলীর মাধ্যমে দোআ করা জায়েজ। তবে ঐ বাক্যের মাধ্যমে তিলাওয়াত উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না , উদ্দেশ্য হবে শুধু দোআ। যেমন -বলল :

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

৪. তিলাওয়াতের জন্য অন্যায় অশ্লীল ও অনর্থক কথা -বার্তা এবং হৈ চৈ মুক্ত -পাশাপাশি কোরআনের ভাব মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ স্থান নির্বাচন করা। সুতরাং অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে এবং কোরআন শোনার প্রতি অমনোযোগী সমাবেশে তিলাওয়াত করবে না। কারণ এতে কোরআনের অমর্যাদা হয়। অনুরূপভাবে শৌচাগার

2

[illegible]

[illegible] :—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝36 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝37 النور

[illegible]

([illegible]) [illegible] (2020-02-02)

1. [illegible]

2. [illegible] ...[illegible] :—

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل:98)

[illegible]-

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

(1) [illegible] بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible] بسم الله الرحمن الرحيم [illegible]

(2) [illegible]

(ﻫ) ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﺳﺠﺪﺓ ﻭﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ-

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿107﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿108﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿109﴾ (الإسراء: 107-109)

ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ-ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ : ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺸﻘﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ, ﻭﺍﻗﺮﺃ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺑﻚ:ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ (ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ-ﺑﺘﺼﺮﻑ)

ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, ﺃﻭ ﺫﻛﺮ -

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (سورة النساء:41)

ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ (ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ:ﻫـ)

-ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ, ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ, ﺣﺴﺒﻚ (ﺍﻟﻠﻪ, ﻭﻛﻔﻰ) ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ-ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ (ﺍﻟﻤﺰﻣﻞ)

ﻫـ. ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻉ, ورتل القرآن ترتيلا ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻢ, ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.-ﻫـ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻱ ﻭﻳﺘﻌﻮﺫ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :

وكان صلى الله عليه وسلم يقف على راس كل آية.

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺃﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻗﺎﻝ :—

لا تنشرن نشر الرمل، ولا تهزون هز الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا القلوب ولا يكن أهم أحدكم آخر السورة:

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻘﺐ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﺴﻮﺭﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ)

[illegible]

[illegible]

[illegible] سبحانه وتعالى [illegible] جلت قدرته [illegible]

(٥٥) [illegible]:—

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن، يجهر به . رواه الشيخان.

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن . رواه الإمام مالك.

[illegible].

(১২) সুন্দর আওয়াজ ও সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:
—

زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبوداؤد.
তোমরা স্বীয় আওয়াজের মাধ্যমে কোরআনকে সুন্দর কর। আবু দাউদ।

তিনি আরো বলেন:—

ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري.
যে ব্যক্তি সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে না (করাকে পসন্দ করে না) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বোখারি শরীফ। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের টানাটানি ও স্বর দীর্ঘ করার চেষ্টা করবে না।

(১৩) তিলাওয়াত কালে কোরআনের আদব ও ইহতেরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অহেতুক কাজ থেকে এবং চোখ, কান, এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

(১৪) ধারাবাহিক ও বিরতিহীন তিলাওয়াত করে যাওয়া। প্রয়োজন ব্যতীত মাঝখানে বিরতি না দেয়া। তবে হ্যাঁ সালামের উত্তর, হাঁচির জবাব, এবং এ জাতীয় প্রয়োজনে থামার অনুমতি আছে বরং এগুলো মোস্তাহাব, যাতে সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়। অত:পর আউযু বিল্লাহ পড়ে নতুন করে তিলাওয়াত শুরু করবে।

(১৫) সেজদার আয়াত পড়লে সেজদা করা। সেজদা ওজু অবস্থায় হতে হবে। আল্লাহ আকবার বলে সেজদায় األعلى ربي سبحان এবং অন্যান্য দোয়াও পড়বে। সেজদার তিলাওয়াতে সালাম নেই। যদি নামাজরত অবস্থায় সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তাহলে নামাজেই সেজদা দিতে হবে। আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে উঠবে।

(১৬) কোরআন খতম করার পর দোয়া করা। যিনি কোরআন খতম করবেন তার পক্ষে দোয়া করা মোস্তাহাব। সাহাবি আনাস বিন মালেক রা. সম্পর্কে প্রমাণিত যে তিনি কোরআন খতম করলে পরিবারস্থ সকলকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে দোয়া করতেন। দারেমী।

(২) কোরআনুল কারীম হিফয করা:—

কুরানুল কারীম হিফয করা, কোরআনের গুরুত্ব প্রদান এবং তদানুযায়ী আমলের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের দলিল বহন করে। তাছাড়া একজন মুসলমানকে দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলো সুন্দর ও সার্থক ভাবে সম্পূর্ণ করতে হলে কোরআন হিফয ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাকে সালাতে ইমামতি করতে হয়। সেখানে কোরআনের প্রয়োজন। ধর্মীয় আলোচনা করতে হয়। খুতবা দিতে হয় সেখানে কোরআন থেকে দলিল উপস্থাপনার প্রয়োজন পড়ে। বাচ্চাদের হিফয

করাতে হয়-এতসব কাজ করতে গেলে কোরআন হেফয না করে কি ভাবে সম্ভব?

তাছাড়া পৃথিবীতে হাফেযে কোরআনরাই কোরআনে কারীমের তিলাওয়াত সবচে বেশি করেন। তারা যখন হেফয করে তখন একটা আয়াত কতবার করে পড়তে হয়? হেফয শেষ করে ইয়াদ রাখার জন্য সারা জীবন খুব করে তিলাওয়াত করতে হয়। এছাড়া একজন হাফেযে কোরআন কোরআন মুখস্থ থাকার কারণে যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা...তিলাওয়াত করতে পারেন। যেমন সালাত, চলার পথে, গাড়িতে থাকা অবস্থায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইত্যাদি। এ সুযোগ তো হাফেয ব্যতীত অন্যরা পায় না। এত সব কারণে কোরআন হেফয করার ফজিলত সম্পর্কে অনেক গুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

(১) কোরআন ভালভাবে হিফযকারী পূত-পবিত্র। সম্মানিত ফেরেশতাদের শ্রেণিভুক্ত। রসুলুল্লাহ সা. বলেন:—

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الك`رام ال`بررة، مثل الذي يق`رأ الق`رآن وهو يتعاه`ده وهو عليه ش`ديد فله أج`ران . رواه البخاري.
হাফেযে কোরআন যিনি সব সময় তিলাওয়াত করেন তার তুলনা লেখার কাজে নিয়োজিত পূত পবিত্র, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে, আর যিনি কষ্ট স্বীকার করেও নিয়মিত তিলাওয়াত করেন, তার সওয়াব দ্বিগুণ। বোখারি।

(২) হাফেযে কোরআন সালাতে ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। রাসূল সা. বলেন -

يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم.
আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক পাঠকারী অভিজ্ঞরাই লোকদের ইমামতি করবে। (মুসলিম শরীফ)

(৩) হাফেযে কোরআন হেফয করার মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ মাকামে আরোহণ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন
-

يقال لقارئ القرآن اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد والترمذي
কোরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, পড়তে থাক এবং মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাক এবং তারতীলের সাথে সুন্দর করে পড়। যেরূপ পৃথিবীতে পড়তে। নিশ্চয় তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার পঠিত আয়াতের শেষ প্রান্তে। আহমদ, তিরমিজি।

এ হাদিসে তিলাওয়াতকারী বলতে হাফেযকে বুঝানো হয়েছে। এ দাবির সমর্থনে দুটি যুক্তি পেশ করা যায়। (ক) তাকে বলা হবে-

اقرأ [illegible] (ق [illegible])

(ق) [illegible] ? [illegible] .

(ق) [illegible] :—

يجيء القـرآن يـوم القيامة - فيقـول: يا رب حلـه، فيلبس تـاج الكرامة، فيقول : يـارب زده فيلبس حلة الكرامـة، ثم يقـول: يـارب ارض عنــه، فيقــال: اقــرأ وارق ويــزاد بكل حــرف حســنة) رواه الترمذي.

[illegible] : [illegible] (ق [illegible]) [illegible] .

(ق) [illegible] -[illegible] .

لا حسد إلا في اثنـتين: رجل آتـاه الله القـرآن، فهو ينفق يقـوم آنـاء الليل وآنـاء النهـار، ورجل آتـاه الله مـالاً، فهو يفقه آنـاء الليل وآناء النهار). متفق عليه.

[illegible] (ق [illegible]) [illegible] :

تمني النعمة له مع عدم تمني زوالها عن الغير.

[illegible]

تمني زوال النعمة عن الغير.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿6﴾ (التحريم: 6)

হে মোমিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না, এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে। (সূরা-তাহরীম : ৬)

তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, কোরআনুল কারীমের শিক্ষা দেয়া, এবং এটিই হেদায়াত ও হেদায়াতের উপর অটল অবিচল থাকার বড় মাধ্যম এটি এমন একটি ফলদায়ক আমল যার কার্যকারিতা মৃত্যুর পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

কোরআন হেফয করা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হেফয সমাপন করার পর তা ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি ও বার বার তিলাওয়াত করা। কেননা কোরআন স্মৃতি থেকে খুব দ্রুত হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. □□□□-

تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. متفق عليه

তোমরা কোরআন তিলাওয়াতে খুব যত্নবান হও। কসম সে সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের জীবন : নিশ্চয় কোরআন রশিতে আবদ্ধ উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর। বোখারি-মুসলিম।

তৃতীয়ত : কোরআন বুঝা ও গবেষণা করা : -

কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ও হেফয করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার জো নেই। তবে শুধুমাত্র তিলাওয়াত ও হেফযই যথেষ্ট নয়। কারণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন নাজিল করেছেন তদনুযায়ী আমল করার জন্য। আর না বুঝে আমল করা অসম্ভব। এমনি করে বুঝার জন্য চিন্তা ও গবেষণা অপরিহার্য। গভীর চিন্তা ও গবেষণা ব্যতীত কোরআন থেকে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق:37)

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (সূরা : ক্বাফ : ৩৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবিত ও সক্রিয় অন্তর সম্পন্ন লোক ছাড়া কেউ কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন -

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ ﴿69﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. (يس-69-70)

10

[illegible] [illegible] [illegible] [

একটি আয়াত পড়েছেন এবং এটিই বার বার পড়তে পড়তে সকাল করে ফেলেছেন, আয়াতটি হচ্ছে -

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (المائدة: 118)

আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনিই পরাক্রান্ত , মহা বিজ্ঞ। (সূরা মায়েদা : ১১৮)

সাহাবি তামীম আল দারী নিম্নোক্ত আয়াত খাস বার বার তিলাওয়াত করেছেন -

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿21﴾ (الجاثية: 21)

দুষ্কর্ম সম্পাদনকারীরা কি মনে করে , আমি তাদেরকে সে সব লোকদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে ? তাদের সিদ্ধান্ত ও দাবি কত মন্দ ! (সূরা :জাছিয়া :২১)
সালফে সালেহীনদের ব্যাপারে এরূপ অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

(খ) তাড়া -হুড়া না করে ধীরে ধীরে পাঠ করা। রাসূল সা . এর তিলাওয়াত ও পঠন পদ্ধতি এমনই ছিল , সালাতেও তিনি এভাবেই পাঠ করতেন।

সাহাবি হুযায়ফা রা . বর্ণনা করছেন :—

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح، (رواه الترمذي)

রাসূলুল্লাহ সা . সালাত আদায় করতেন। যখন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন তখন আল্লাহর পবিত্রতা ও দোষ ত্রুটি মুক্ত হওয়ার বর্ণনা সংবলিত আয়াত আসলে তার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন।
তিরমিজি শরীফ। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ -

ورتل القرآن ترتيلا.

তারতীলের সাথে কোরআন তিলাওয়াত কর। এর বাস্তবায়নে সাহাবি ইবনে আব্বাস রা . বলেন -

لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله.

তারতীলের সাথে একটি সূরা তিলাওয়াত করা আমার নিকট (তারতীল বিহীন) পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

(গ) বিশ্লেষণ সহ অর্থ জানার চেষ্টা করা। কেননা অর্থ চিন্তা ও একাগ্রতায় সহায়ক।

(ঘ) তিলাওয়াতের আদব রক্ষা করে তিলাওয়াত করা।

12

(ঙ) তাদাব্বুর তথা চিন্তা ও গবেষণার ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে জানা। যেমন, একাগ্রতা ও নম্রতা সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর ভয়ে কান্না কাটি করা। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এখন বিষয়টি সকলের নিকট পরিষ্কার হল যে, শুধুমাত্র পঠন ও খতম করাই উদ্দেশ্য নয় আর এটিতো খুবই সহজ কাজ বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বুঝা এবং বিধি-বিধান শিক্ষা করা।

এ নীতিই ইবনে ওমর রা. কে বাধ্য করেছিল যে, তিনি সূরা বাকারা পূর্ণ আট বৎসরে শিখেছেন। এমনটিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক রহ. তার মুয়াত্তা গ্রন্থে।

কোরআন পাঠকারী যখন তার পঠিত আয়াত গুলো গভীর চিন্তা করে অনুধাবন করতে থাকে তখন সে অন্য জগতে চলে যায়, তার অন্তর পরকালের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং এমন এক মজা অনুভব করতে থাকে যে পার্থিব ঐশ্বর্য বা তার কষ্টকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয় এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে দেয়। এ জন্যইতো নবী কারীম সা. বলেছিলেন -

)يا بالل أقم الصالة وأرحنا بها(
হে বেলাল সালাতের একামত দাও এবং এর মাধ্যমে আমাদের আরাম পৌঁছাও। আবু দাউদ।

এবং তিনি নিজ সম্বন্ধে জানিয়েছেন -

وجعلت قرة عيني في الصالة.
আমার চক্ষুর শীতলতা রয়েছে সালাতে।

এ প্রসঙ্গে আব্বাদ বিন বিশরের ঘটনাটি কত না চমৎকার। ঘটনার বিবরণ হচ্ছে-তিনি নবী করীম সা. ও সাহাবাদের রাতের বেলায় পাহারা দিচ্ছিলেন, (এমনি বসে না থেকে) নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। (শত্রু পক্ষের) এক লোক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। অত:পর আরো একটি। তিনি নামাজ শেষ করে পাহারার কাজে তার সাথি আম্মার বিন ইয়াসির রা.-কে ডেকে তুললেন। আম্মার তার শরীরে রক্ত দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ, প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে ডেকে তুললে না কেন? আব্বাদ বললেন, একটি সূরা পড়ছিলাম, শেষ না করে তিলাওয়াত বন্ধ করতে মন চাইছিল না, আল্লাহর কসম করে বলছি। রাসূলুল্লাহ সা. যে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যদি সেটি ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার প্রাণস্পন্দন বন্ধ হত।

চতুর্থ: কোরআন অনুযায়ী আমল:—

কোরআন নাজিলের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাতে বর্ণিত তথ্য ও সংবাদ বিশ্বাস করা। বিধানাবলীর অনুসরণ করা।

নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং নিষেধাবলী পরিহার করা। মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন -

اتبع ما أوحي إليك من ربك. (الأنعام:106)

আপনি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদেশের অনুসরণ করুন। (সূরা আন আনম :১০৬)

অন্যত্র বলেন :—

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون . (الأعراف:3)

তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না। (সূরা আরাফ :৩) সাহাবা কেরাম (রা :) রাসূল সা . থেকে দশটি আয়াত শিখতেন। আয়াতে বর্ণিত জ্ঞান ও আমল আত্মস্থ করার পূর্বে অন্য আয়াত আর শিখতেন না। তারা বলতেন : আমরা কোরআন ইলম এবং আমল সবগুলো একত্রে শিখেছি। মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য , কল্যাণ ও অকল্যাণের কেন্দ্র -বিন্দু হচ্ছে কোরআনের ইত্তেবা ও অনুসরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿123﴾ وَمَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿124﴾ قَالَ
رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿125﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿126﴾وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿127﴾ (طه:123-127)

অর্থাৎ এর পর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে , সে পথ ভ্রষ্ট ও কষ্টে পতিত হবে না (দুর্ভাগা হবে না) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্থিত করব। সে বলবে হে আমার পালনকর্তা , আমাকে অন্ধকরে কেন উত্থিত করলেন ? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন : এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল , তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে , তেমনকরে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। যে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং সীমা -লঙ্ঘন করে , তাকে এমন প্রতিফলই দেব। আর পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর , অনেক স্থায়ী। (সূরা ত্বহা :১২৩-১২৭)

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন , যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো পথের অনুসরণ করবে , কোরআনকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবে তার জন্যই মূলত রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়াত ও শান্তি। সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখেরাতে

14

[illegible]

[illegible] -

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. (الأعراف:179)

[illegible] (الأعراف:179)

[illegible] :—

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿97﴾ (الإسراء: 97)

[illegible] (الإسراء : ٩٧)

[illegible] -

القرآن حجة لك أوعليك. رواه مسلم.

[illegible] :-

القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار.

[illegible] :-

(أ) [illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿91﴾ (المائدة:90-91)

হে মোমিনগণ ! এই যে মদ, জুয়া , প্রতিমা , এবং ভাগ্য নির্ধারণী শরসমূহ -এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় , মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে , অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না ? (সূরা মায়েদা :৯০-৯১) (এ আয়াত শুনে) সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে বলে উঠলেন انتهينا ربنا হে আমাদের প্রতি পালক আমরা নিবৃত হয়ে গিয়েছি।

মদ হারাম করা হয়েছে মর্মে খবর যার নিকটই পৌঁছেছিল সাথে সাথেই তার নিকট রক্ষিত মদ ঢেলে ফেলে দিয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে মদিনার গলিতে মদের সয়লাব বয়ে গেল। খবর শোনার সাথে সাথে বিলম্ব না করেই মদ্য -পান ছেড়ে দিলেন। এমন একজন পাওয়া গেল না যে বলেছিল - أغتنم الوقت وأشرب هذا الكأس এ সময় ও সুযোগটি কাজে লাগাই। এ পেয়ালাটি শেষ করে নেই। বরং শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ পান বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

(২) মুনাফেকরা যখন আয়েশা রা . এর উপর অপবাদ দিয়েছিল এতে কিছু মুসলমান ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন। এদের একজন অতিশয় দরিদ্র ও নিঃস্ব আবু বকর রা . তার খরচ চালাতেন। তার নাম ছিল মিসতাহ। তিনি যখন শুনলেন , মিসতাহ মেয়ে আয়েশার ব্যাপারে অপবাদে শামিল হয়েছে , তখন তার খরচ দেয়া বন্ধ করে দেবেন মর্মে শপথ করলেন, এসময় আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন ,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (النور:22)

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে , তারা আত্মীয় -স্বজন অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। (সূরা নূর : ২২)

এ আয়াত শুনে আবু বকর রা. বলেন :—

بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا ربنا

হ্যাঁ অবশ্যই হে আমাদের প্রতিপালক , নিশ্চয় আমরা কামনা করি তুমি আমাদের ক্ষমা করবে।

16

অতঃপর মিসতাহর খরচ ও সম্পর্ক পূণ :বহাল করলেন। এবং বললেন : আল্লাহর কসম ! আর কখনও তার খরচের ধারা বন্ধ করব না। (ইবনে আবী হাতেম , ইবনে কাছির)

(৩) যখন অবতীর্ণ হল

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ وَلَـهُ أَجْـرٌ كَـرِيمٌ . (الحديـد: 11)

কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে ? এরপর তিনি তার জন্য তা বহু গুনে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (সূরা হাদীদ :১১)

-এ আয়াত শুনে আবু দাহদাহ আনসারী রা . ছয় শত খেজুর গাছ বিশিষ্ট তার বাগান সদকা করে দিলেন। সে বাগানেই তাঁর স্ত্রী ও পরিবার বসবাস করতেন। সদকার ঘোষণা দিয়ে বাগানে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন : এখান থেকে বের হয়ে আস। আমি একে আল্লাহর জন্য ঋণ দিয়েছি ; শুনে স্ত্রী বললেন : হে আবু দাহদাহ , আপনার ব্যবসা লাভজনক হোক। অত:পর তার মাল -সামান ও সন্তানাদি সেখান থেকে বের করে আনলেন। (আহমদ)

وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: بعد أن صـلى على ابن الدحـداح: كم من عـذق معلق (أو مـدلى) في الجنة لابن الدحداح أوقال شعبة: (لأبي الدحداح)

সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় এসেছে , রাসূলুল্লাহ সা . ইবনে দাহদাহের সালাতে জানাজা পড়ে বললেন : অনেক গুলো খেজুরের গুচ্ছ ইবনে দাহদাহের অপেক্ষায় রয়েছে। হাদিসের একজন রাবী শুবা বলেন : অথবা রাসূল সা . বলেছেন . আবু দাহদাহের জন্য। সাহাবি আবু তালহা রা . সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন , যখন পড়লেন :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿41﴾ (التوبة:41)

তোমরা বের হয়ে পড় হালকা (লঘু রণ অবস্থায়) বা ভারী (প্রচুর রণ সরঞ্জাম সহ) অবস্থায়। এবং জিহাদ তর আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের মাল এবং জান দিয়ে , এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম , যদি তোমরা বুঝতে পার। (তাওবা :৪১)

তখন তিনি বললেন , আমি দেখছি আমার প্রতিপালক আমাদের বৃদ্ধ ও যুবকদের থেকে বের হওয়া যাচ্ছেন। বৎস ! আমাকে তৈরি করে দাও। ছেলেরা বললেন , আল্লাহ আপনাকে রহম করুন ! আপনি রাসূলুল্লাহ সা .-এর সাথে জেহাদ করেছেন। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়ে যায়। অত:পর আবু বকরের সাথে জেহাদ করেছেন তার মৃত্যু অবধি। এর পর ওমর রা . সাথে জেহাদ করেছেন। তারও মৃত্যু হয়ে গেছে। তিনি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধের জন্য সৈনিক

17

[illegible]

(1) [illegible], [illegible] -

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسـاء المؤمـنين يـدنين عليهن من جلابيبهن (الأحزاب:59)

[illegible]: [illegible]

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. (الفرقان:30)

[illegible]

وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـا لِكُـلِّ نَبِيٍّ عَـدُوًّا مِنَ الْمُجْـرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًـا وَنَصِـيرًا. (الفرقان:31)

সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: কোরআন উপেক্ষা ও পরিত্যাগ কয়েক ভাবে হতে পারে।

(এক) কোরআন শ্রবণ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও মনোযোগ প্রদান বর্জন করা।

(দুই) কোরআন অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা এবং তার হালাল ও হারামকে অবজ্ঞা করা। যদিও পাঠ করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে।

(তিন) দ্বীনের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কোরআনের ফয়সালা পরিত্যাগ করা এবং এবং কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রার্থনা না করা। এবং এ ধারণা পোষণ করা যে কোরআন ইয়াকীনের ফায়দা দেয় না ও তার দলিলাদি লফযী এতে কোন জ্ঞান নেই।

(চার) কোরআনের প্রতি গভীর চিন্তা, অনুধাবন ও তাকে বুঝার চেষ্টা না করা এবং এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য কি তা জানার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা।

(পাঁচ) শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে কোরআনের চিকিৎসা গ্রহণ না করে এ সব ক্ষেত্রে কোরআনকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে অন্যের প্রতি ধাবিত হওয়া। এ সব কিছুই আল্লাহর বাণী:

َن َ مهْ ُج ًورا ﴿

ْقُرَآ

ن قَوْ ِمي اتَّ َخذُوا هَذَا الْ

ب ِإ َّ

وَقَ َ ال 30﴾ َّ الر ُس ُ ول يَ َ ا ر ِّ
রাসূল বলবেন: হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এ কোরআনকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছিল এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোন কোন উপেক্ষা ও বর্জন অন্য গুলোর চেয়ে সহজ। (কিতাবুল ফাওয়ায়েদ)

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট অপদস্ত ও বঞ্চিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

ভাষাগত সম্পাদনা: কাউসার বিন খালিদ /ওয়েব গ্রন্থনা: আহমদ উল্লাহ মামুন /সার্বিক যত্ন: আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।

19